Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পিপলু আক্তার

রোলঃ 216020857

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

পিপলু আক্তার

রোলঃ 216020857

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে পিপলুআক্তার, আইডিঃ 216020857 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীমস
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা শারাফাত করিম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

pipul Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

পিপলু আক্তার

আইডিঃ 216020857

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....9

মক্তব শব্দের অর্থ.....9

কোরআন থেকে.....9

হাদিস থেকে.....10

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত.....11

ফজিলত:.....13

উপসংহার.....14

ভূমিকা

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্তার অপরিহার্য স্থান হলো মক্তব।মক্তব মুসলিমদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।এখান থেকেই ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে।

সূদুর অতীত থেকে বর্তামান সময়েও মক্তব ইলম অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আলহামদুলিল্লাহ।

মক্তব শব্দের অর্থ

মক্তব (আরবি: مكتب) বা **মাক্তাবিহ** (আরবি: مكتبة) বা **মাক্তাবখানা** (ফার্সি: مکتب، مکتبخانه) , **আল কোত্তাব** (আরবি: الكتّاب *Kottāb*) বলেও পরিচিত (আরবি: الكتّاب *Kottāb*) হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরবি প্রতিশব্দ। শিশুদের পড়া, লেখা, ব্যাকরণ ও ইসলামি বিষয়াদি শিক্ষাদান এর মূল কাজ হলেও অন্যান্য ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। ২০ শতকের আগ পর্যন্ত মক্তব মুসলিম বিশ্বে জনশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ছিল। সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হত।

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে কোরআন ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। এখানে কিছু প্রাসঙ্গিক রেফারেন্স দেওয়া হলো:

কোরআন থেকে

১. **শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব**:

   - কোরআনে আল্লাহ্ বলেন, "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক, আয়াত ১)।

- "তারা কি জানে না যে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন যা তারা করে?" (সূরা তওবা, আয়াত ৭৮)।

এই আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।

২. **দীনী শিক্ষা**:

- "এবং আমার বান্দাদের মধ্যে যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার, আয়াত ৯)।

আল্লাহ্ জ্ঞানীদের সম্মানিত করেছেন, যা দীনী শিক্ষার গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

হাদিস থেকে

১. **জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব**:

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর বিদ্যা অর্জন করা ফরজ।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৪)।

এই হাদিসে শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, যা মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রচারিত হতে পারে।

২. **দীনী শিক্ষার জন্য স্থান**:

- "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম, হাদিস নং ২৬৯৯)।

মক্তব হল একটি জায়গা যেখানে দীনী শিক্ষা লাভ করা যায়, যা এই হাদিসের নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মক্তব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুরা প্রাথমিকভাবে কোরআন, হাদিস, ইসলামিক আদব-কায়দা এবং অন্যান্য ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে। এটি শিশুদের ইসলামী শিক্ষার ভিত মজবুত করে এবং তাদেরকে একটি সঠিক ইসলামিক জীবনধারার দিকে পরিচালিত করে।

উপরোক্ত কোরআন ও হাদিসের রেফারেন্সগুলো প্রমাণ করে যে, মক্তব প্রতিষ্ঠা একটি মহৎ কাজ এবং এটি সমাজে শিক্ষার বিস্তার ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গুরুত্ব:

১. **প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষা**: মক্তব শিশুদের জন্য প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে শিশুদের কুরআন শরীফ পাঠ, আরবি বর্ণমালা এবং ইসলামিক আদব-কায়দা শেখানো হয়।

২. **নৈতিকতা ও মূল্যবোধ**: মক্তবের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, এবং সঠিক আচার-আচরণ শেখানো হয়। এটি তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হয়।

৩. **সামাজিক বন্ধন**: মক্তব স্থানীয় সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য তৈরি করে এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক হয়।

৪. **শিক্ষা প্রসার**: মক্তব বিভিন্ন সামাজিক স্তরের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়, বিশেষ করে তারা যাদের পরিবারের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ইসলামিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব।

মক্তব (প্রাথমিক ইসলামিক শিক্ষার কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মক্তবের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এটি শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলিরও শিক্ষা প্রদান করে

৫.**ইসলামী জ্ঞান বিস্তার**: মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী জ্ঞান প্রসারিত হয়। ছোটবেলা থেকেই শিশুরা কুরআন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬.**চারিত্রিক উন্নয়ন**: মক্তব শিশুদের মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি, ও শৃঙ্খলা শেখায় যা তাদের ভবিষ্যতের জীবনে সহায়ক হয়।

৭. **সামাজিক স্থিতিশীলতা**: মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায় যা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক হয়।

৮ **শিক্ষার ব্যাপক প্রসার**: অনেক শিশুই বিভিন্ন কারণে স্কুলে যেতে পারে না, মক্তব তাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে যা তাদের জীবনে অগ্রসর হতে সহায়ক।

ফজিলত:

১. **সদকা জারিয়া**: মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং তাতে দান করা একটি সদকা জারিয়া হিসেবে গণ্য হয়, যার ফজিলত কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকে।

২. **ইলমের প্রচার**: ইসলামিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার একটি মহৎ কাজ এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি ইলমের পথ অনুসরণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (সহীহ মুসলিম)

৩. **আখিরাতের পুরস্কার**: মক্তবের মাধ্যমে যেসব শিশুরা কুরআন ও ইসলামিক শিক্ষা অর্জন করে, তাদের শিক্ষা দাতারাও আখিরাতে পুরস্কৃত হবেন। হাদিসে আছে, "যে ব্যক্তি অন্যকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সে নিজেও সে কল্যাণের পুরস্কার লাভ করবে।" (মুসলিম)

৪.**সমাজের উন্নয়ন**: মক্তব থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুরা একদিন বড় হয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করবে এবং তাদের ইসলামিক জ্ঞান ও মূল্যবোধ দ্বারা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।
মক্তব হল প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে শিশুরা কুরআন শিক্ষা, নামাজ শিক্ষা, আরবি ভাষা এবং মৌলিক ইসলামিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা পায়।

৫. **সওয়াব ও বরকত**: মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসংখ্য শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভ হয়, যার প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠাতা সওয়াব অর্জন করে।

৬. **আল্লাহর সন্তুষ্টি**: ইসলামিক শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

৭. **সামাজিক কল্যাণ**: শিক্ষিত সমাজ গঠন এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য মক্তব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **নিরাপদ পরিবেশ**: মক্তব শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ প্রদান করে যেখানে তারা তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

উপসংহার

অতএব,উপরোক্ত আলচনার ভিত্তিতে, মক্তব প্রতিষ্টার গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম। সুতরাং আমাদের উচিৎ সব জায়গায় মক্তব প্রতিষ্ঠান তৈরীতে ভুমিকা রাখ।যা আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ইংশা আল্লহ্‌, আমরা আমাদের এলাকায় মক্তব প্রতিষ্টা করবো।এবং অন্যদের উৎসাহিত করবো।
মক্তব এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো এবং সমাজে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এটি একদিকে ইলমের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আখিরাতের পুরস্কার অর্জনের সুযোগ করে দেয়, অন্যদিকে সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে।